বাংলাদেশ স্কাউটস

সেপ্টেম্বর ২০১৮

নবকুঁড়ি
ডিজিটাল আপডেট

কাবিং ও রোভারিং এর ১০০ বছর পূর্তির স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্তকরণ

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস্ হল, কাকরাইল, ঢাকায় কাবিং ও রোভারিং এর ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক স্মারক ডাকটিকিট, স্যুভেনীর শীট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটা কার্ড এর অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠিত হয়। অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোস্তাফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন ও প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন জনাব সুশান্ত কুমার মন্ডল, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম),স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের

জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনার, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কর্মকর্তাসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ষ্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের ব্রাউন সি দ্বীপে ২০জন বালক (বয়স ১১ থেকে ১৬ বছর) নিয়ে একটি পরীক্ষামূলক ক্যাম্প আয়োজন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় এবং পর্যায়ক্রমে সারাবিশ্বে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১০ সালে মেয়েদের জন্য স্কাউটিং, ১৯১৬ সালে কাব স্কাউটিং (বয়স ৬ থেকে ১০ বছর) এবং ১৯১৮ সালে রোভার স্কাউটিং (বয়স ১৭ থেকে ২৫ বছর) চালু হয়। বিশ্বব্যাপী স্কাউটিং পরিচালনার জন্য ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো ও ০৬টি রিজিওন যথাক্রমে আরব, আফ্রিকা, এশিয়া প্যাসিফিক, ইউরোপ, ইন্টার আমেরিকা ও ইউরোশিয়া অঞ্চলের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে ১৬৯ টি দেশে স্কাউটিং পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে পাঁচ কোটি স্কাউট সদস্য রয়েছে। স্কাউট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম স্কাউট রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

সারা বিশ্বে ২০১৮ সাল রোভার স্কাউটিংয়ের ১০০ বছর পূর্তি উদযাপিত হচ্ছে। রোভার স্কাউটিং ও কাব স্কাউটিংয়ের শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস ১০/- (দশ) টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট, ১০০/- (এক শত) টাকা মূল্যমানের একটি স্যুভেনীর শীট, ১০/- (দশ) টাকা মূল্যমানের একটি উদ্বোধনী খাম, ৫/- (পাঁচ) টাকা মূল্যমানের একটি ডাটা কার্ড ও একটি বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করেছে।

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে সমন্বয় সভা

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে রোভার স্কাউট ও রেঞ্জারদের করণীয় বিষয়ে সভা ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অফিসার'স ক্লাব ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য).বাংলাদেশ স্কাউটস। সভায় উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কাযালয়, জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সভাপতি, সংগঠন বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ আলমগীর, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব ও জাতীয় উপ কমিশনার (বিধি), বাংলাদেশ স্কাউটস। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মীর রেজাউল আলম, অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং),বাংলাদেশ স্কাউটস, সৈয়দা রেহানা ইমাম, জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইড এসোসিয়েশন, জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনাব মোঃ সেলিম রেজা, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ভূইয়া, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ সুবক্তগীন, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব কে এম সাইদুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল, ফ্লাঃ লেঃ কে এম মাহমুদুর রহমান, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা জেলা এয়ার, জনাব ফৌজিয়া রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিঃ ও আঃ), ঢাকা, জনাব তানজিয়া বিনতে মোশারফ, জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ গার্ল-গাইডস

এসোসিয়েশন, জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের, উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল, জনাব মুঃ ওমর আলী, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা জেলা রোভার, জনাব জুবায়ের ইউসুফ, জেলা স্কাউট লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় ট্রাফিক সেবা মাস হিসেবে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মাসে ঢাকা শহরে কিভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে সহায়তা করা যায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরীকৃত নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে বিতরণ নিশ্চিত করা বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল ফুট ওভার ব্রীজ ও আন্ডারপাস নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, রাতের বেলা পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, সৌন্দর্য্য বর্ধন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ঢাকা মহানগরীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনের রাস্তায় স্কাউট সদস্যবৃন্দ জেব্রা ক্রসিং রং করবে, "সামনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধীরে চলুন" এ কথা সম্বলিত সাইন বোর্ড তৈরী করে জেব্রা ক্রসিং এর দুই পাশে সংযোজন করা। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাশ শুরুর পূর্বে এবং ছুটির সময় স্কাউট সদস্যরা অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিয়ে রাস্তা পারাপারে সহায়তা প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ম্যানেজিং কমিটির সহায়তায় বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। জেলা প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও জাহাঙ্গীর গেট থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত পুরো রাস্তায় মডেল ট্রাফিক সিস্টেম চালু করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। একাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ঢাকা উত্তর ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়।

এপিআর কনসালট্যান্সি ভিজিট এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটসের এডাল্ট রিসোর্স বিভাগের আয়োজনে ২২-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস্ হল, কাকরাইল, ঢাকায় এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কনসালট্যান্সি ভিজিট এর এডাল্টস ইন স্কাউটিং, প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম বিষয়ক সুপারিশমালা বাস্তবায়ন শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

বিগত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন ও প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্স), বাংলাদেশ স্কাউটস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিনোট পেপার উপস্থাপন করেন প্রফেসর ডাঃ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক, সভাপতি, এডাল্ট রিসোর্সেস বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস। প্রশিক্ষণ বিষয়ক সুপারিশমালা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন জনাব মোহাম্মদ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস , প্রোগ্রাম বিষয়ক সুপারিশমালা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং এডাল্ট রিসোর্সেস বিষয়ক সুপারিশমালা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্স), বাংলাদেশ স্কাউটস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের ১২জন জাতীয় কমিশনার, ২১জন জাতীয় উপ কমিশনারসহ বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্স), আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), আঞ্চলিক সম্পাদকসহ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরবর্তীতে Appraisal System of Adult Leaders শীর্ষক সেশন পরিচালনা করেন জনাব ফেরদৌস আহমেদ,

জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্স), বাংলাদেশ স্কাউটস। Safe from Harm Policy শীর্ষক সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস। National Training Scheme শীর্ষক সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং প্রশিক্ষণ বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনারগণ। Code of Conduct শীর্ষক সেশন পরিচালনা করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। Sectional Programme Objectives শীর্ষক সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস ও প্রোগ্রাম বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনারগণ। এরপর ওয়ার্কশপ সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। সর্বশেষ সমাপনী অনুষ্ঠান। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকায় ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ শাহ্ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্সে ৮২জন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস।

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ৬ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ১৭তম আইসিটি বিষয়ক বেসিক কোর্স। কোর্সে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৩৬ জন স্কাউটার অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ট্রেনার্স অ্যাডভান্সমেন্ট কোর্স। কোর্সে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ২৬জন লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনার অংশগ্রহণ করেন।

"স্কাউটিং হচ্ছে সু-নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা, স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ হওয়া"

-ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলার আয়োজনে বাংলাদেশ স্কাউটস এর আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন বিভাগের পরিচালনায় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে াংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান বলেন "স্কাউটিং হচ্ছে সু-নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা, একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ হওয়া"।

সৃজনশীল স্কাউট তৈরীর লক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে থাকে তারেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন বিভাগের পরিচালনায় ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী হয় শিল্পকলা একাডেমি, মাদারীপুর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. খালিদ হোসেন ইয়াদ, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা ও মেয়র, মাদারীপুর পৌরসভা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম, সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা ও জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর, জনাব সুব্রত কুমার হালদার,সহ-সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা ও পুলিশ সুপার, মাদারীপুর, বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সহ সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা চৌধুরী নূরুল আলম বাবু চৌধুরী ও সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা জনাব হারুন অর রশিদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মতুরাম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস।

প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুল থেকে ৮০ জন কাব স্কাউট অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের ১০টি পুরস্কার প্রদান করা হয় (একটি বড় কার্টিজ পেপারের স্কেচ বুক, একটি বড় কালার প্যাস্টেল বক্স), সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেক কাব স্কাউটকে একটি

করে স্কেচ খাতা ও একটি করে ২বি পেন্সিল প্রদান করা হয়।

ড. মো. মোজাম্মেল হক খান চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটদের উদ্দেশ্যে বলেন তোমাদের আঁকার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হতে পারে, বাচ্চাদের ছবি আঁকতে বললে, হয় ঘরের ছবি, নয় নদীর ছবি। আমাদের সময় যেমন কুরেঘর আঁকতাম এখন তোমাদের চোখে কুড়ে ঘর নেই বলেই চলে সব টিনের চালা ও দালান দেখতে পাও। ছবি সময়ের কথা বলে, পরিবেশের কথা বলে। এখনকার ছবিতে বাংলাদেশের ছবিই ফুটে ওঠে। এটা কিন্তু দেশের আর্থ-সামাজিক চিত্র। আমরা যখন ছবি আঁকতাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালন ও বঙ্গবন্ধু বেশি আঁকতাম। এখন মানুষের ছবি আঁকাতে বলা হলে, আমি বলব বঙ্গবন্ধুর ছবি আঁকবে। এই যে বিবর্তন, চিন্তার বিবর্তন, সমাজের বিবর্তন, আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সব কিছু আমাদের ছবির মধ্যে ফুটে ওঠে। মানুষের মনোজগতে অনেক কিছু বিচরণ করে। আমাদের বাচ্চাদের স্কাউটিং মানে তিন আঙ্গুলে সালাম, একটা পোশাক পড়া আর বিভিন্ন ব্যাজ পরিধান করা নয়। স্কাউটিং এর মূলমন্ত্র হচ্ছে সু-নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোল, একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ হওয়া। স্কাউটিং করার মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো। আমি বলব ধর্ম চর্চা মানুষকে সঠিক পথে গমণে নির্দেশ করে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। বাচ্চাদের যদি এই চেতনাটি দেওয়া যায় তা হলে তারা ভালো কিছু করতে পারে। আমাদের হাজার ফুল ফোটে সব ফুল ঝরে যায়না। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। বাচ্চাদের ঠিকমত লালন পালন করা, তাদেরকে ঠিক মত গাইড করা। আমি মনে করি ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার জন্য বাবা-মার দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে।

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব বিষয়ক লিফলেট বিতরণ

বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরীকৃত নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব বিষয়ক লিফলেট বিগত ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রায় ১৩ হাজার ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষকদের মাঝে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব বিষয়ক লিফলেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা, অধ্যক্ষ, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ। সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিতরণ শেষে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, ঢাকায় সকল ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকদের মাঝে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব বিষয়ক লিফলেট বিতরণ করেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা।

লিফলেটটি মুদ্রণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ লিফলেটটি প্রথমে নিজে পড়ে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যাবে। ছাত্র/ছাত্রীর বাবা, মা এবং অভিভাবক লিফলেটটি পড়ে লিফলেটের একটি অংশে নিজেদের নাম ও মোবাইল নম্বর লিখে ছাত্র/ছাত্রীর নিকট ফেরৎ দেবেন। ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ লিফলেটের কর্তণকৃত অংশ প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট ফেরৎ দেবে। এর ফলে লিফলেটের নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সকলে জানতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ম্যাসেঞ্জারস অব পিস বিভাগের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালন করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালিত হয়। দেশের ৫৪টি জেলা শহর ও ৩০০ শতাধিক উপজেলাসহ ইউনিট পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের কার্যক্রম নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। সকালে সকলের অংশগ্রহণে স্কাউট প্রতিজ্ঞা এবং প্রার্থনা এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শান্তির প্রতিক পায়রা, বেলুন ও ফেস্টুন উড়ানোর মাধ্যমে উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি। এ সময় জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ-কমিশনার (আন্তর্জাতিক) ও ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর (এমওপি), জনাব আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন খান, জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রকল্প), এমওপি লোকাল কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার, ঢাকা, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চল, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন ও ঢাকা জেলা রোভার এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডারসহ প্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনের পর শান্তি দিবসের র‍্যালী শুরু হয়। র‍্যালীটি বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর থেকে শুরু করে পল্টন মোড় হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয। সেখানে কিছুক্ষণ পিস কার্ড হাতে নিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তির বার্তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য মানববন্ধন করা হয়। বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবদিকবৃন্দ উক্ত কার্যক্রম প্রচারের জন্য ক্যামেরাবন্দী করেন। সর্বস্তরের জনগণ আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের মানবন্ধন অবলোকন করেন। এরপর জাতীয় প্রেস ক্লাব হতে বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এ গিয়ে র‍্যালীটি শেষ হয়। র‍্যালীটি ফেরার সময় হাতে গ্লাবস পড়ে স্কাউট, রোভার স্কাউট ও ইউনিট লিডারসহ জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগহণ করেন।

র‍্যালী শেষে বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন ভবন এর নিচ তলায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি এবং নিজাম হলে গুডটার্ণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিভাবে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং কিভাবে scouts.org তে একাউন্ট খুলে সার্ভিস আওয়ার বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা ও দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এর কো-অর্ডিনেটর (ব্লাড প্রোগ্রাম) শেখ মোঃ ফয়সাল এবং তার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে ১৬ (ষোল) জন রোভার স্কাউট এবং ইউনিট লিডার স্বেচ্ছায় রক্তাদান করেন। এছাড়াও স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ ব্লাড গ্রুপিং করিয়ে নেন। গুডটার্ণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করেন জনাব ফরহাদ হোসেন (পিআরএস), লোকাল কো–অর্ডিনেটর (এমওপি)। উক্ত অনুষ্ঠানে স্কাউট, রোভার স্কাউট এবং ইউনিট লিডারগণ স্বতস্ফুর্ত ভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের সকল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

মৌচাকে ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে ৭-৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে সোশ্যাল মিডিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক (নিউজ, ফটোগ্রাফী ও স্কাউটিং-এর ডিজিটাল মার্কেটিং) ওয়ার্কশপ এর বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চল এর আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ এবং জেলা পর্যায়ের একজন করে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন পর্যায়ের ৫১জন কর্মকর্তা এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপ পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সালাহউদ দীন আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), জনাব শাফায়াতুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব কে এম সাইদুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল, জনাব মশিউর রহমান, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব অলক চক্রবর্তী, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল।

ওয়ার্কশপে রিসোর্স পার্সনগণ আলোচনা করেন যথাক্রমে: ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য, একটি সন্তান কেন স্কাউটিং করবে, অভিভাবদের স্কাউটিংয়ে আকৃষ্ট করার উপায়, স্কাউটিং এর ইমেজ, ব্র্যান্ডিং ও আমাদের করণীয়, স্কাউটিং এর মার্কেটিং ও ডিজিটাল মার্কেটিং, স্কাউটিং এর কি ধরণের গল্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার পেতে পারে, সামাজিক যোগাযোগে ব্যবহারের জন্য ছবি নির্বাচন ও সংবাদ/গল্প তৈরী, স্কাউটিং এর স্লোগান কি হতে পারে, ফেসবুক গ্রুপ, ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউব খোলা ও ব্যবহার, জাতীয় সদর দফতরের জনসংযোগ , প্রকাশনা ও মার্কেটিংয়ের কার্যক্রম অবহিতকরণ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাম্প্রতিক কাজ ও সড়ক নিরাপত্তায় স্কাউটিং, ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত স্ব স্ব জেলা বা অঞ্চলে স্কাউটি ং এর ইমজে, ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং এর জন্য করণীয়, অগ্রদূত সংবাদদাতা নিয়োগ ও সক্রিয়করণ পদ্ধতি।

৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড. শাহান আরা বেগম, আঞ্চলিক উপ কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। জনাব কে এম সাইদুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। জনাব মোহাম্মদ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের ট্যালেন্ট সার্চ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের উদ্যোগে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দিনব্যাপী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের "ট্যালেন্ট সার্চ" প্রতিযোগিতা-এর আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটরা অংশগ্রহণ করে। মোট ৬৩ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউট অভিনয়, গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রাংকন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন, এক্সটেনশন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিশনার কাজী নাজমুল হক, জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস) জনাব ফেরদৌস আহমেদ এবং নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনারসহ ব্যাক ও সুইড বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সংগীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন গার্ল ইন স্কাউট খাদিজা হাসান কথা, সরকারি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়। কবিতা আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন স্কাউট জোনাইদুল হক মারুফ, সিআরপি-সাভার। চিত্রাংকনে প্রথম স্থান অর্জন করেন স্কাউট ইমন হোসেন, উইলিয়াম এন্ড মেরী টেইলর স্কুল। অভিনয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন স্কাউট জোনাইদুল হক মারুফ, সিআরপি-সাভার, নৃত্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন গার্ল ইন স্কাউট সংগীতা ঘোষ, পিএইচটি সেন্টার, মিরপুর-১৪ এবং টিটিএল স্কাউটদের (অভিনয় ও আবৃত্তি) প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন স্কাউট মোহাম্মদ আলী, বুড়িগঙ্গা ওপেন গ্রুপ।

ট্রাফিক সচেতনতা মাসে রোভার স্কাউটদের করণীয় বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সড়কের নিরাপত্তা বিধান, যানযট নিরসন ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মাসকে ট্রাফিক সচেতনতা মাস ঘোষণা করে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে সহায়তাদানের জন্য ৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ১২টি পয়েন্টে প্রতিদিন সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত রোভার স্কাউটগণ সহায়তা করবে। প্রতি পয়েন্টে ৩০ জন রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডার দায়িত্ব পালন করবেন। ফলে প্রতিদিন ৩৬০জন রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডার দায়িত্ব পালন করবেন।

ইতোপূর্বে বিগত ৫ থেকে ১৪ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে ঢাকার ৮টি পয়েন্টে ১৮০০ রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডার দায়িত্ব পালন করে মহানগরবাসীর প্রশংসা অর্জন করেছেন। এই কার্যক্রম সফলভাবে করার জন্য ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ মঙ্গলবার, সকাল ১০.০০ টায় নিজাম হল, ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউট ভবন, ৫৪ ইনার সার্কুলার রোড, কাকরাইল, ঢাকায় রোভার স্কাউট লিডারদের একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন কোর্সে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে রোভার স্কাউটরা কিভাবে সহায়তা করতে পারে, রোভার স্কাউটদের ভূমিকা কি হবে, সড়কের শৃঙ্খলা রক্ষায় রোভার স্কাউটদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব সারোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান, জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা জেলা রোভার, জনাব নাজমুন নাহার, অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। কোর্সে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস , নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রফেসর মোঃ এনামুল হক খান, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা জেলা রোভার, জনাব মু: ওমর আলী , সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা জেলা রোভার। ওরিয়েন্টেশন কোর্সে ঢাকা জেলা রোভারের ইউনিট লিডার ও সিনিয়র রোভার মেট, বাংলাদেশ গার্ল গাইড এসোসিয়েশন এর ইউনিট লিডার এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

সড়ক নিরাপদ করতে জনসচেতনতামূলক র‍্যালী

সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে পুলিশের পাশাপাশি রোভার স্কাউট ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকেরা নিরাপদ সড়কের জন্য জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ডে অংশ নেয়। আর এই সচেতনতামূলক কাজের সাথে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করতে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে রাজধানীর শাহবাগে বাংলাদেশ পুলিশ, রোভার স্কাউটসসহ অন্যান্যদের সাথে নিয়ে এক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন, র‍্যালী, লিফলেট বিতরণ ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে ট্রাফিক আইন আহবান জানানো হয়।

কিছুদিন আগে শিক্ষার্থীরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সবার চেষ্টা থাকলে নিরাপদ সড়ক শতভাগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এই নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার কাজে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সাথে রোভার স্কাউট সদস্যগণ এগিয়ে এসেছে। এ কাজে সাধারণ মানুষেরও এগিয়ে আসতে হবে। ট্রাফিক আইন মানতে হবে, লেন মেনে গাড়ি চালাতে হবে আর গাড়ি চালানোর সময় প্রতিযোগিতা পরিহার করতে হবে। নিরাপদ সড়কের জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে এভাবেই সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ও 'নিরাপদ সড়ক চাই'-এর চেয়ারম্যান ইলিয়াছ কাঞ্চন।

ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ঢাবির শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল,ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার জনাব মো. আছাদুজ্জামান মিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব সারোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, ঢাবির প্রক্টর অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক শামছুল হক, বিশিষ্ট কলামিষ্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্লাহ, ক্রিকেটার ইমরুল কায়েসসহ বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের চার সদস্য।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মো. আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, সড়ককে নিরাপদ করতে শুধুমাত্র পুলিশ কাজ করে গেলেই হবে না। পথচারী যদি জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার না করে, ড্রাইভার যদি সিগন্যাল না মানে, বাস যদি প্রতিযোগিতার মনোভাব পরিহার না করে তাহলে সড়ক নিরাপদ করা সম্ভব নয়। আজ থেকে ট্রাফিক আইন মানুন, রাস্তা পারাপারে জেব্রা ক্রসিং, ফুটওভার ব্রীজ ব্যবহার করুন। দেখবেন সড়ক তখন অবশ্যই হবে নিরাপদ। তাই আসুন নিজেরা বদলে যাই,বদলে দেই এবং সড়ককে করি নিরাপদ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সবাই জোর দেন গণসচেতনতার ওপর। শুধুমাত্র পুলিশ বা ড্রাইভার সচেতন হলে হবে না। পথচারী থেকে শুরু করে পথ ব্যবহারকারী সবাইকে হতে হবে সচেতন। মানতে হবে আইন। তবেই সব কিছু এক নিয়মে আসবে আর সড়কে ফিরে আসবে নিয়ম আর নিরাপত্তা।

ট্রাফিক সচেতনতায় ঢাকার ১২টি পয়েন্টে কাজ করে রোভার স্কাউট সদস্যবৃন্দ

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সেপ্টেম্বর মাসকে ট্রাফিক সচেতনতা মাস ঘোষণা করে। এই মাসে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে সহায়তাদানের লক্ষ্যে ৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ১২টি পয়েন্টে প্রতিদিন সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত রোভার স্কাউটগণ সহায়তা করে। পয়েন্টেসমূহ মতিঝিল শাপলা চত্তর, ফকিরাপুল মোড়, বিজয়নগর, হাইকোর্ট চত্তর (শিক্ষা ভবন), শাহবাগ মোড়, কাওরানবাজার গোলচত্তর, বিজয় স্মরণী, মহাখালী, কাকলী ক্রোসিং, মীরপুর ১০ নম্বর, আবদুল্লাহপুর ও হাউস বিল্ডিং এলাকা। রোভার স্কাউটের সদস্যবৃন্দ পথচারীদের ফুটপথ ব্যবহার, জেব্রাক্রোসিং ব্যবহার, ফুটওভার ব্রীজ ব্যবহার, রাস্তার সিগনাল দেখে রাস্তা পারাপারসহ ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার অনুরোধ করে। রোভার স্কাউটের সেবা যথাযথভাবে পালনের জন্য একজন রোভার স্কাউট নেতা এবং সহকারী পরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। এই কার্যক্রম বিষয়ে সর্বদা পরামর্শ প্রদান করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়কারী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), জনাব মোঃ শাহ্ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। জনাব সারোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং

জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস বিভিন্ন সময়ে মাঠ পর্যায়ে সেবাদানকারী রোভার স্কাউটদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের সেবাদানে উৎসাহ যোগান। জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতর থেকে কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়। প্রতি পয়েন্টে ২৫ থেকে ৩০জন রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডার দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিদিন গড়ে ৩২২জন রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডার দায়িত্ব পালন করেন। ইতোপূর্বে বিগত ৫ থেকে ১৪ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে ঢাকার ৮টি পয়েন্টে ১৮০০ রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডার দায়িত্ব পালন করে মহানগরবাসীর প্রশংসা অর্জন করে।

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ ১২টি পয়েন্টসহ সারা দেশেই রোভার স্কাউটেরা ট্রাফিক আইন মানতে ও নিরাপদ সড়কের জন্য সবাইকে সচেতন করতে কাজ করেছে। অনেকেই যার যার জায়গা থেকে এগিয়ে আসছে-এবার পালা সবার। আপনি হয়তো দুই মিনিট এই গরমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে না থাকার জন্য ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করছেন, ভাবছেন কিছুই হবে না। কিন্তু এই পুলিশ সদস্যরা রাত দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন আপনাদেরকে নিরাপদে বাড়ি পৌছানোর ব্যবস্থা করতে।

তাই আসুন এবার সকলে মিলে এগিয়ে আসি। শপথ নিই নিরাপদে গাড়ি চালাবো,ট্রাফিক আইন মানবো-নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করবো।

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম প্রচারে মিডিয়া টীম

মিডিয়া টিম। বাংলাদেশ স্কাউটস এর কার্যক্রম প্রচার, প্রকাশনা ও ইমেজ ব্র্যান্ডিয়ে সক্রিয় একটি চৌকস টিম। এ টিমের অধিকাংশ সদস্য স্কাউটিং এর বয়োজ্যেষ্ঠ শাখা রোভার স্কাউট এর সদস্য। এই প্রাণবন্ত টিম পরিচালনায় যুক্ত আছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর বয়স্ক নেতারা। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রামগুলোর প্রচার, প্রকাশনায় আলোকচিত্র ধারণ, ভিডিও ধারণ, এনিমেশন তৈরী ও এডিটিংসহ বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখে এই টিম।

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ারের নির্দেশনা মোতাবেক নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত কার্যক্রমে রোভার স্কাউট সদস্যগণের ভূমিকা প্রচার প্রসারের জন্য এই মিডিয়া টিম কাজ করে। মিডিয়া টিমের সদস্যগণ ট্রাফিক কার্যক্রমে রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রমের আলোকচিত্র, ভিডিও ধারণ, ভিডিও তৈরী ও এনিমেশন তৈরী করে স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচার করে। দেশ বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে এবং বিশ্ব স্কাউট সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে সংবাদ প্রেরণসহ নানাবিধ কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সারাদেশের বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক কর্মসূচীর সংবাদ সংগ্রহে কাজ করে মিডিয়া টিম।

প্রচারের কাজ বাস্তবায়নের জন্য রাজধানীর ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় রোভার স্কাউটদের সেবার প্রতিটি পয়েন্টে গিয়ে আলোকচিত্র সংগ্রহ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় মিডিয়া টিমের সদস্যরা। এছাড়াও প্রতিটি জেলার সিনিয়র রোভার মেট বা অগ্রদূত প্রতিনিধি আলোকচিত্র সংগ্রহ করে নিজ নিজ ফেইসবুকে পোষ্ট করে এবং হ্যাসট্যাগ ব্যবহার করে জাতীয় সদর দফতরের মিডিয়া টীমের সাথে যুক্ত করে প্রচার করে। ফলে দেশের সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল রোভার স্কাউটদের কার্যক্রম এর সংবাদ স্ব স্ব চ্যানেল ও পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে প্রচার ও প্রকাশ করে।

ট্রাফিক কার্যক্রমে রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহনের ফলে কাজটি সহজতর হয়েছে।

- সমাপনী প্রেস ব্রিফিং-এ ডিএমপি কমিশনার

মাসব্যাপী সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক কার্যক্রমে সমাপ্তি হয় ৩০ সেপ্টেম্বর। ডিএমপি'র কমিশনার জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান মিয়ার নেতৃত্বে সোনারগাঁ সিগন্যালে সমাপনী প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি বলেন, সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সফলতা এসেছে, তবে কাঙ্খিত সফলতা আসেনি। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আইন না মানার প্রবণতা। মানুষকে জোর করেও আইন মানতে বাধ্য করা যাচ্ছে না।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচিতে আমরা অনেক সাফল্য পেয়েছি। তবে শতভাগ সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। তাই ধারাবাহিক এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। সকলকেই আইন মানতে হবে, না মানলে তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা হবে। শত বছরের অভ্যাস দুই-এক মাসেই পরিবর্তন হয়ে যাবে, আমরা সেটা প্রত্যাশা করি না। তবে আশা করছি সব প্রক্রিয়ায় ২০১৮ সালের মধ্যেই ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় দৃশ্যমান পরিবর্তন আসবে।

এ কর্মসূচী উপলক্ষে ঢাকায় নতুন ১৩০টির মতো বাসস্টপেজে সাইনবোর্ড তৈরি করা হয়েছে। মোটরসাইকেল যাতে হেলমেট ছাড়া না চলে এবং একজনের বেশি যাত্রী না নেয়, তার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। ফুট ওভারব্রিজ ও জেব্রাক্রসিং ব্যবহারে রাজধানীজুড়ে কাজ করছে বিভিন্ন সংগঠন।

ডিএমপির প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠানের শুরুতে মাসব্যাপী দায়িত্বপালনকারী রোভার স্কাউট ও অন্যান্য সংগঠনের সদস্যদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন ডিএমপি কমিশনার। কুশলাদি বিনিময়কালীন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস্ এর জনসংযোগ প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার। কার্যক্রমে সমাপনী প্রেস ব্রিফিং শেষে তিনি রোভার স্কাউটদের স্কাউট প্রতিজ্ঞা পুনঃপাঠ করান এবং সবার সাথে অনুভূতি ভাগ করে নেন। মাসব্যাপী পালিত এ কার্যক্রমে স্কাউটদের আন্তরিক অংশগ্রহন কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি দেশের ক্রান্তিকালে যোগ্য কান্ডারীর মতো স্কাউটদের এই সুশৃঙ্খল অংশগ্রহনকে এক নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরেন।

ট্রাফিক কার্যক্রমে রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহনের ফলে এ কাজটি সহজতর হয়েছে। কিন্তু নিয়ম মানার প্রবণতা ছাড়া দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। দেশের সচেতন জণগণ এগিয়ে না আসলে এপরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। সবার উচিত নিজের জন্য, নিজের দেশের জন্য নিজেকে সুধরে নিয়ে ট্রাফিক আইন মেনেচলা। যাতে সুন্দর ও নিরাপদ সড়ক পাবো আমরা।

জাম্বুরী প্রোগ্রাম পরিকল্পনা কর্মশালা

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রোগ্রাম বিভাগের পরিচালনায় জাতীয় স্কাউট ভবন, ঢাকায় ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয় দশম জাতীয় জাম্বুরী প্রোগ্রাম পরিকল্পনা বিষয়ক ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপে ৬৫জন স্কাউটার ও রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপ পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস। ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস।

সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরবর্তী কার্যক্রম

আগামী ২২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে দেশব্যাপী একসাথে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্শ্ববর্তী সড়ক/মহাসড়কে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক স্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন স্বল্প সময়ের জন্য প্রদর্শন করা হবে।

যদি আরও জানতে চান...

অফিসিয়াল ফেইসবুক পেজ:
www.facebook.com/bangladeshscouts(official)

ক্লিক করুন:
www.scouts.gov.bd

নোটিশ বোর্ড

বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্সে স্কাউটিং সম্পর্কিত সংবাদ, প্রতিবেদন এবং ছবি পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ০২ ৯৩৩৩৬৫১
মোবাইল : ০১৭১২-৮৬৪১১৫
ই-মেইল :
ncshahriar@yahoocom
probangladeshscouts@gmail.com

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
প্রধান জাতীয় কমিশনার

সম্পাদক
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)

প্রকাশক
আরশাদুল মুকাদ্দিস
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান
উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)

প্রকাশনায়
জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগ
বাংলাদেশ স্কাউটস